কন্যা মহাবিদ্যালয়ের

বাংলা বিভাগের

"সুকন্যা"

বিভাগীয় পত্রিকা

2021-2022

সম্পাদক - পূজা রায়

উপদেষ্টা -১/মঞ্জু শইকীয়া
২/ শুভজিৎ পাঠক
৩/ অনন্যা রায়

সদস্য :- ১/পাপিয়া দাস
২/ অভয়া দে
৩/ মিতিকা সূত্রধর
৪/ বেবী ভট্টাচার্য
৫/ শিখা বর্মন
৬/ রেখা কর

সম্পাদকীয়

'সুকন্যা' ১ম সংখ্যা কন্যামহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা লেখা হস্তলিখিত পত্রিকা। এই পত্রিকার দ্বারা ছাত্রীদের লেখনি শক্তি প্রখর হবে বলে আমি আশাবাদী। এই পত্রিকা রচনায় আমাদের বাংলা বিভাগের ম্যাডাম অনন্যা রায়ের নিকট আমি চিরঋণী ও বিভাগীয় প্রাক্তন ছাত্রীদের প্রচেষ্টায় এই পত্রিকাটির জন্ম। তাই যাদের সহযোগিতায় এই পত্রিকাটি রচনায় সাহায্য হয়েছে তাদেরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং আমি এই পত্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

সম্পাদক
পূজা রায়
প্রাক্তনছাত্রী
বাংলা বিভাগ
২৯/02/2022

সূচিপত্র

১/ কবিতা

সময় — পাপিয়া দাস — পৃ:(১)

২/ আবেগ — পুষ্পা রায় — পৃ:(২)

৩/ সুনিতা মজুমদার - সুখ দুঃখের খেলা — পৃ: (৩)

৪/ মন — পূজা রায় — পৃ:(৪)

৫/ রামধনু — নন্দিতা মণ্ডল — পৃ:(৫)

৬/ নারী — পূজা রায় — পৃ: (৬)

৭/ পাহাড় — পাপিয়া দাস - পৃ: (৭)

৮/ স্মৃতি — অনন্যা রায় — পৃ:(৮)

শামিয়া দাস
প্রাক্তন ছাত্রী
বন্যা মহাবিদ্যালয়

সময়

জীবনটা যেন গোলাপের মতো
একটি তামাশা
একটি স্বপ্ন দেখেই
যেন আরেকটি আশা
আরেকটি স্বপ্নের কলি ফোটে।
তবে এই জীবন যুদ্ধে
স্বপ্নের বা আশার
কোনো শেষ নেই।
শুধু প্রতিদিন আমাদের
করতে হয়
সময়ের সদ্ ব্যবহার।

পুষ্পা রায়
প্রাক্তন ছাত্রী
কন্যা মহাবিদ্যালয়

আবেগ

আমি প্রেমে পড়িনি
পড়েছি এক মায়ায়
যে মায়ার শেষ নেই
এই মায়া থাকে চিরকাল।

আমি প্রেমে পড়িনি
পড়েছি এক আবেগে
জানা অজানা আবেগে
বিচূর্ণ হব এই আবেগে
সর্বস্বান্ত করব এই আবেগে

আমি প্রেমে পড়িনি
দেখেছি এক স্বপ্ন
নিজের হাতে গড়েছি যে স্বপ্ন
নিজের স্বপ্ন
যে স্বপ্নের পুরোটাই তুমি।

সুনীতা মজুমদার
প্রাক্তন ছাত্রী
কন্যা মহাবিদ্যালয়

সুখ-দুঃখের খেলা

জীবন সুখ-দুঃখের খেলা
এই জীবনে চিরকাল কেউ সুখভোগ পারে না করতে
এক স্তরের লোক ভাবে অন্যস্তর সর্বত্র সুখী
সকলে অপরকে ভাবে সুখী
কিন্তু বাস্তব জীবন ভাই সকলের এক
জীবনে কেউ দুঃখী নয়, নয় কেহ সুখী
জীবনের প্রবাহ চলে অবাধ গতিতে
কেহ বড় নয় কেহ নয় ছোট
জীবনের গতি চলে অবিরত
কেহ নয় সুখী কেহ নয় দুঃখী।

পূজা রায়
প্রাক্তন ছাত্রী
কন্যা মহাবিদ্যালয়

মন

আঘাত পেয়েছি বহুবার
ভেঙে গড়েছি নিজেকে প্রতিবার
ভেবেছি আর নেই এখানেই শেষ
কিন্তু লোভ যে আছে সংসার গড়ার
মানিয়ে নেব, গুছিয়ে নেব
নিজেকে নতুন করে সাজিয়ে নেব
চোখ থেকে জল এলো
আর একবার না হয় মুছে নেব
এই আশাতেই নতুন করে স্বপ্ন দেখে
আমার এই ভগ্ন মন
সেদিন হয়তো নতুন করে
হারানোর ভয়ে থাকবে না আর

নন্দিতা মণ্ডল
প্রাক্তন ছাত্রী
কন্যা মহাবিদ্যালয়

রামধনু

অল্প বৃষ্টি অল্প রৌদ্র
করে আমায় দৃশ্যমান।
ক্ষণিকেই দৃশ্য আমি ক্ষণিকেই অদৃশ্য
অদৃশ্য হই যদিও আমি
মেঘের আড়ালে থাকি
আমি দৃশ্য হয়ে।
জল আলোর মিশ্রণে
জন্ম নেই আমি।
সাত রঙে পরিচয় আমার
আমি হই রামধেনু।

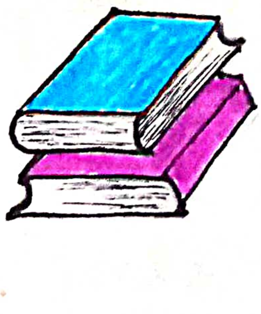

পূজা রায়
প্রাক্তন ছাত্রী
কন্যা মহাবিদ্যালয়

নারী

নারী তুমি যে শক্তি দুর্গা
শিব এর কালী
নারী তুমি যে ঘরের আলো
তুমি নাহলে এজগৎ কালো
তোমার রাগের আগুনে
জ্বলে এই সংসার
তুমি থাকো ঘরে বাইরে
জগৎকে আলোকরে
তোমাকে পূজে সকলে দেবতারূপে
মর্ত্যের ঘরে ঘরে।

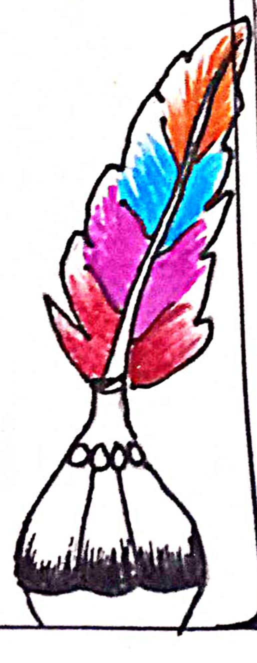

পাপিয়া দাস
প্রাক্তন ছাত্রী
কন্যা মহাবিদ্যালয়

পাহাড়

এই যে
কে তুমি ?
বলোনা --
জানি না কেন।
তোমায় দেখলে মনে হয়
তুমি আমার নিজের।
মনে হয় সত্যি
তোমার সাথে আমার
সেই আগের পরিচয়।
যে যাই হোক,
কিন্তু
তুমি এভাবে কেন দাঁড়িয়ে আছো ?
তোমার কষ্ট হয় না বুঝি ?
এভাবে নিজের বুকে
গাছপালা, জীব-জন্তু,
মানুষ, ঝরনা।
সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো -
এরা সবাই
নিশ্চয় তোমার খুব প্রিয় ?
একইভাবে নিশ্চয়
তুমি খুব ভালবাসো ?
তুমি তো খুব উদার
তোমার এই উদারতা দেখেই যে
আমি তোমার প্রেমে পড়েছি।
সত্যি বলছি
আমি আজও তোমায় ভালবাসি।
আজও তোমায় দেখলে মনেহয়
তোমার সাথে আমার
সেই আগের পরিচয়।

অনন্যা বসু
কন্যা মার্গারিতা কর
বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ

স্মৃতি

চলে গেলে তোমরা দূরদূরান্তে
ছেড়ে গেলে তোমাদের স্মৃতি ভরা কথা
রয়ে গেল শুধু জীবনের গীতি
জীবন প্রবহমান শুধু চলে যায়
তোমাদের ভালোমন্দ কথা অন্তরে জায়গা পায়
আর তো তোমাদের
পাইনা কোনো ছায়া
কোথায় আছ তোমরা
শুধু রয়ে যায় তোমাদের স্মৃতি অশ্রু ভরা আঁখিতে
তোমাদের পারি না ভুলিতে।

সুকন্যা

২য় সংখ্যা

বাংলা বিভাগের পত্রিকা

২০২৩

উপদেষ্টা মণ্ডলী

ড° সত্যজিৎ বসিলতা (তত্ত্বাবধায়ক)

অনন্যা রায় (বাংলা বিভাগীয় প্রধান)

রত্না বিশ্বাস

11.03.23.

11/03/23

ছাত্রী সদস্য

1. প্রিয়া বর্মন
2. গৌরী সিনহা
3. পিয়ালী বর্মন
4. সুদীপ্তা ঘোষ মণ্ডল

সম্পাদকীয়

'সুকন্যা' 2 য় সংখ্যক কন্যা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা লেখা হস্তলিখিত পত্রিকা। এই পত্রিকার দ্বারা ছাত্রীদের লেখনি শক্তি প্রখর হবে বলে আমি আশাবাদী। এই পত্রিকা রচনায় আমাদের বাংলা বিভাগের 'ম্যাডাম' অনন্যা রায়ের' নিকট আমি চিরঋণী। ও বিভাগীয় প্রাক্তন ছাত্রীদের প্রচেষ্টায় এই পত্রিকাটির জন্ম। তাই যাদের সহযোগিতায় এই পত্রিকাটি রচনায় সাহায্য হয়েছে তাদেরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং আমি এই পত্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

সম্পাদক
নীলাঞ্জনা নাথ
প্রাক্তন ছাত্রী
বাংলা বিভাগ

সূচীপত্র

1.	বাউল	সুদিপ্তা ঘোষ মন্ডল
২.	বাবা	গৌরী সিনহা
৩.	ঋতুকাল	রুমি রায়
4.	নয়ন	প্রিয়া বর্মন
5.	সময় নেই	অনিমা বর্মন
6.	কল্পনা	গৌরী সিনহা
৭.	বন্ধু	মাতম বুকমালী দেববর্মা
৪.	অভিমান	গৌরী সিনহা
9.	চোখ	অনিমা বর্মন
10.	ফাল্গুন	পিয়ালী

সুদিপ্তা ঘোষ মণ্ডল
বি এ ষষ্ঠ ষান্মাসিক
বাংলা বিভাগ

বাউল

মানে না মন বুঝে না মন
তবুও নিত্য নতুন সাজে।
বাউল বলে সাথে চলো
আমি বলি হবনা সাথী।
আকাশ, মাটি সবাই সমান
বাউলের মনের মাঝে
আমি না ভেবেও হলাম বাউল
শ্মশান মাঝে ঘুরে ফিরি।

গৌরী সিনহা
ষষ্ঠ ষান্মাসিক, বাংলা বিভাগ

বাবা

বাবা মানে ?
আবদার করার পাত্র, নেই কোনো স্বার্থ।
বাবা মানে ?
ছাদের বিকেল আমার ছেলে বেলা।
বাবা মানে ?
প্রথম শিক্ষক আলয়, নিরাপদ আশ্রয়।
বাবা মানে ?
পুরানো ফ্রেমে নতুন মানোভাব গড়া, দেখতে দেয় না অভাব
বাবা মানে ?
গুরুজনদের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় শেখানো
বাবা মানে ?
গল্পের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মহানায়ক
বাবা মানে ?
প্রত্যেক ছেলে মেয়ের মাথায় ছাতা যে তার সন্তান দের
সবকিছুতেই দেয় ছায়া।

রশ্মি রায়
বি.এ ষষ্ঠ- ষান্মাসিক
বাংলা বিভাগ

ঋতুকাল

বসন্ত এসে চলে যায়
ছড়িয়ে নিজের মায়াজাল
ফুল ফুটে ঝরে যায়
বসন্তের শেষে
কোকিলের কুহুরবে করে
চারিদিকে বিভোর
কিছু ভাবনা রয়ে যায়
জীবনের বসন্ত বেলার শেষে।

প্রিয়া বর্মন
বি.এ ষষ্ঠ সান্মাসিক
বাংলা বিভাগ

নয়ন

এই আমার ছোট্ট নয়ন
আছি খোলি বড় নয়ন
নয়ন মাঝে কত স্বপন
সবুর সুখের কত বরণ
দেখবো শুধু নয়ন মেলে
জীবনের স্রোতের ঢেউয়ের টানে
সুখ দুঃখের কিনারায়
শুধু শুধু ভেসে যায়।
নয়ন আমার বড় সবুর
রয়েছে আলো তাতে প্রচুর।

গৌরী সিনহা
ষষ্ঠ ষান্মাসিক, বাংলা বিভাগ

কল্পনা

জেগে আছি রাতে
দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে
ইচ্ছে করে এ জগৎ ছেড়ে
যাই কোথাও পালিয়ে
দূরের সেই আকাশটার মতো
রাত্রি কেটে শুরু হচ্ছে ভোর
কেটে যাচ্ছে আমার স্বপ্নের ঘোর
সুখের স্বপ্নের শেষে
ফিরে এলাম কষ্টের দেশে।

নাম সুকমালী দেববর্মা
বিএ 2য় সান্মাসিক
বাংলা বিভাগ

বন্ধু

তুমি গাছ, আমি পাতা
তুমি বৃষ্টি, আমি ছাতা
তুমি কান্না, আমি হাসি
আমি তোমায়
বন্ধু হলো, জীবন সাথী
চলে গেছো তুমি দূরে
একা বসে আছি গাছের তলে
তুমি আমার স্বপ্ন আমি তোমার ছায়া।

গৌরী বিশ্বাস
ষষ্ঠ ষান্মাসিক, বাংলা বিভাগ

অভিমান

সে দিন ও এসেছিলো বসন্ত
বুকে ছিলো ভালোবাসা
তুমি আমারে বলো
এনেছিলাম ফুল
লিখেছিলাম গান ও কত কবিতা
তবু তুমি এলে না
আজ ও তুমি জেনে নাও
ভালোবাসা না দাও - শুধুই ভালোবাসা নাও
আর কিছু চাই না আমি
হাসি মুখে বিদায় দিলে তুমি।

অনিমা বর্মন
বি এ ষান্মাসিক
বাংলা বিভাগ

চোখ

আমাদের চোখ দুটো
অবাক করার বিস্ময়
আমরা যখন বন্ধ করি চোখ
চারিদিকে দেখি অন্ধকার।
তখন মনে হয় শুধু হাহাকার
আমাদের জগত বদলে দিতে পারি
আবার ওই চোখ খুলে দিলে সেই জগতে
ফিরে আসতে পারি।
অন্যদিকে জগত ও অবাক করার মত নয়
আমরা চোখ বন্ধ করে
জগতকে নতুন রূপে দেখতে পারি
তাই আমাদের চোখের ছবি অনেক আকর্ষনীয়।

দিয়ালী বর্মন
বি.এ থার্ড সেমিস্টার
বাংলা বিভাগ

ফাল্গুন

ফাল্গুনের হাওয়ায় যে
ঝরে পড়ে গাছের পাতা।
কোথায় যেন বয়ে চলে যায়
জীবনের সব ব্যাথা।
নতুন পাতা ও ফুলে ভরে
উঠে সারা বেলা।
বাগানে বাগানে শোভা পায়
রঙ বেরঙের ফুল।
ফাগুন এলেরে ভাই
করে খুশিরা রঙের খেলা।